International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-XII, January 2016, Page No. 7-10
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

প্রেমেন্দ্রের "ঘনাদা"-ফিরে দেখা

Dr. Soma Kusari
Assistant Teacher, Mandal Para Balika Bidyalay, Shyamnagar, Kolkata, India

Abstract

The character of 'Ghanada' is an immortal creation of Premendra Mitra The author, film Director, novelist, poet Premendra Mitra has shown his unique talent in creation such highly imaginative stories of Ghanada. The reader remains attracted by the amusing situations which contain fun and excitement as well as by author's vast knowledge of even physics, biology, history, geography and of political history of the world. Though written in the long past thirties, the adventures of Ghanada have inevitable appeal to the modern readers as well.

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা কথা সাহিত্যে প্রবেশ যেমন নাটকীয় তেমনি আকস্মিক।প্রেমেন্দ্র জীবনীকার শ্রীমতি সুমিতা চক্রবর্ত্তীর আলোচনা থেকে জানা যায়া তিনি ঢাকায় জগন্নাত কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পড়ার সময় কলকাতা এসে '২৮নং গোবিন্দ ঘোষাল লেনের' মেস বড়িতে থাকেন।সেই সময় প্রায় সমস্ত বোর্ডাররাই ছুটিতে বাড়িতে চলে গেছেন।খালি মেঘের ঘরের জানালায় গোঁজা একটা পোষ্টকার্ড লেখকের হাতে আসে।চিটির বিষয়বস্তু এক নববিবাহিতা নারীর প্রবাসী স্বামীকে লেখা সামান্য কয়েকটি কথা,যা পাথেয় করে রাতারাতি প্রেমেন্দ্র লেখে ফেলেন দুটি ছোটগল্প 'শুধু কেরানী'ও 'গোপনচারিণী'।

এর পরবর্তী অধ্যায় এক প্রলম্বিত ইতিহাস।একের পর এক ছোটগল্পের সংকলন যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনাতেও তিনি রেখেছেন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর।কল্লোলের নতুন ধারায় রচনা শৈলীর তিনি ছিলেন এক মূখ্য কারিগর।অভিনব বিষয়বস্তু সুক্ষ্ম মনস্তত্ব,নাটকীয়তা ও চলচিত্র সুলভ উপস্থাপনা এসবই তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ধরা পড়ল। এক জীবনে বহু রকমের জীবিকার সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে কখনোও তিনি স্কুল মাস্টার,বিজ্ঞাপন লেখক, পত্রিকা সম্পাদক, চিত্র নাট্যকার, অল ইন্ডিয়া রেডিওর অনুষ্ঠান পরিচালক, সিনেমা শিল্পী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর লেখায়। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী প্রেমেন্দ্র কিন্তু বারংবার নিজেকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়েছেন। তাই বিচিত্র বিষয়ই তাঁর লেখায় ঠাঁই করে নিয়েছে। সিনেমা শিল্পে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত অবস্থায় 'ঘনাদা' চরিত্র সৃষ্টি সেই বহুমূখী প্রতিভাধরের নতুনত্বের অন্বেষণ বলা চলে।ডঃ চক্রবর্তী তাঁর 'প্রেমেন্দ্র মিত্র' জীবনী গ্রন্থমালা ১৮তে লিখেছেন 'প্রেমেন্দ্র মিত্র চিরকালই শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যের এক উৎসাহী নিবেদিত ও স্বাতন্দ্র্যসম্পন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক"-সেই উৎসাহই আরো গভীরভাবে অনুভব করলেন যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে প্রেমেন্দ্র জন্মভূমি বারানসীতে আশ্রয় নেন। সেখানেই বিজ্ঞানে আগ্রহ উদ্দীপক বাংলা শিশু সাহিত্যে গড়ে তোলার জন্য দুই যোগ্য সহযোগীকে পেয়ে যান মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এঁদের ই উৎসাহে রচিত হল 'পিঁপেড়ে পুরাণ'(১৯৩০) প্রকাশিত হল "রামধনুর" পাতায়। এরপর প্রেমেন্দ্র অচিরেই হয়ে ওঠেন সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

এই সূত্রেই ১৯৪৫ বাংলা ১৩৫২ বঙ্গাব্দের দেবসাহিত্য কুটিরের পূজাসংখ্যা 'আলপানায়' আর্ভিভাব ঘটল 'ঘনাদা' ওরফে 'ঘনশ্যামদাসে'-র যার সর্ম্পকে কথা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের মূল্যায়ণ "ঘনাদার জন্য তাঁর স্রষ্টার নাম চিরস্তায়ী হবে।" প্রথম গল্প 'মশা' মূলত কিশোর কিশোরীর জন্য লেখা হলেও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সব বয়সী পাঠকের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

'ঘনাদার'-একের পর এক কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য 'মশা' গল্প থেকে 'ঘনাদা' চরত্রটি সম্পূর্ণতা লাভ করেনি অন্তত প্রতিবেশ রচনার ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র বেশ কিছুটা সময় নিয়েছেন, সেই সুবিখ্যাত 'বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন'-এর ঠিকানা বা মেসের সর্বোচ্চতলে তার সববাস অথবা একমাত্র মেসবাসী শিশিরের কাছ থেকে ধার করে সিগারেট খাওয়ার বিখ্যাত অভ্যাস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে, অর্থাৎ ক্রমশঃ ঘনাদার বিপুল ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐশ্বর্য লেখক সময় নিয়ে গড়েছেন।

অনেক সময় প্রাথমিক পাঠের অনুভূতিতে এই গল্পগুলিকে 'গুলগল্প' উদ্দাম কল্পনার উধাও পক্ষবিস্তার মনে হয় কিন্তু একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বুঝে নিতে কষ্ট হয়না লেখককে কাহিনি নির্মাণ করতে গিয়ে কত গভীর প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এক পক্ষে তাকে তাঁকে চিনতা করতে হয়েছে এবারে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় বা সূত্র অবলম্বন করে লিখবেন আবার বিষয়টির সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও যতেষ্ট খেয়াল রাখতে হয়েছে। একাধারে বিশেষ একটি বিষয়ের উপর উপযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান তারপর কাহিনি টিকে সুনির্দিষ্ট একটি ভৌগলিক স্থানে স্থাপন করে সেই অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন গল্পের ছলে পাঠকের হাতে তুলে দিতেন তেমনি সেই অঞ্চলের বিশদ প্রাকৃতিক তথ্য, ভাষা, খাদ্যসামগ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ, জনজীবন, সংস্কৃতি সবই আসত অতি বিশ্বস্তভাবে।

'ঘনাদা'র বানিয়ে বানিয়ে নিজের বাহাদুরির গল্পগুলিতে তাই যেসব তথ্য বা তত্ব রয়েছে তার কোনটাই বানানো বা লেখকের স্বকপোল উদ্ভাবিত নয়, সবগুলিই সম্পূর্ণ সত্য, শুধু ঘটনার বিন্যাসটাই যেটুকু উদ্ভাবিত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত 'গুলগল্পই' ছদ্মবেশী শিক্ষামূলক সাহিত্য। বিনোদন আর শিক্ষাদান একই মুদ্রায় এপিঠ-ওপিঠ। কাহিনির সূত্রে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনাক্রমে পাঠক যেসব অজানা বা অচেনা নতুন শব্দ কি নাম পান সেগুলো কিন্তু লেখকের উর্বর মস্তিষ্কের উৎপাদন নয় আসলে সেগুলো সত্যই। কাহিনি প্রাপ্ত ভূগোল ইতিহাসের তথ্য বা তত্বগুলির ক্ষেত্রে একথাগুলি সমান প্রাসঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে 'মশা' গল্পটিকে উল্লেখিত জীবন বিজ্ঞানের তত্ত্বটির উল্লেখ করা যায়-

"নিশিমারা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টাহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন? কোন ভাবনা নেই, এক্ষুনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম, মনে আছে তো? সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে।" 'মশা'। (৭ই আশ্বিন, ১৩৬৩)

'পোকা' গল্পেও প্রেমেন্দ্র এ ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনেছেন, এই বিষয়টি কিন্তু সত্যিই জীবনবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। এ প্রসঙ্গে 'কাঁচ ও হাঁস গল্প দুটির কথা থেকে পরমাণু বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে জানতে পারি যে সময় প্রেমেন্দ্র এই দুটি গল্পে পরমাণু বোমার ইতিহাস তাঁর কিশোর পাঠক পাঠিকার সামনে তুলে ধরেছেন সেটা সত্যিই অত্যাশ্চর্য বিষয়, কারণ আজকের 'তথ্যজালের' যুগের সঙ্গে সেই বেতারের কালের সীমিত জ্ঞানের যুগকে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। জার্মানির পরমাণু বোমা নির্মাণের প্রচেষ্টার ঘটনাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা তা যেমন প্রমাণিত সত্য 'কাঁচ' গল্পে নাৎসি যুবক 'প্যাপেনের' ইউরেনিয়াম খোঁজার তাড়নায় সুদূর 'অ্যাংগোলায়' যাত্রা এবং শেষে ঘনাদার বুদ্ধি বলে পরাজিত হবার কাহিনি সত্যিই অনবদ্য। কিংবা হাঁস গল্পে আমরা পাই-

"বললাম তো, শুধু একটা ভারী জলের খোঁজে। একশিশি যে-জল এই হাইড্রোজেন বোমার যুগে বেচনে সারাজীবন পায়ের উপর পা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়া। ড. ক্যালিও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই সুদূর তিব্বতে এসে যে ভারি জলের এমন স্বাভাবিক এক গুপ্ত হ্রদ খুজে পেয়েছেন, পিপে পিপে চালান দিলেও যা একশো বছরে ফুরোবে না।" 'হাঁস', (৭ই আশ্বিন, ১৮৮১ শকাব্দ)।

আবার 'ফুটো' গল্পে মহাশূন্যের 'ফোর্থ ডাইমেনশন'-এর জটিল গণিত কে করে তুলেছেন উপাদেয় কাহিনি। প্রফেসর মিনোস্কির জটিল গণিত কীভাবে ঘনাদাকে মুহুর্তের মধ্যে প্রায় মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে দিয়েছিল তা আজকের কম্পিউটার গেম ক্লান্ত কিশোর কিশোরীদের সমান আকর্ষণ করবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রেমেন্দ্রর সদা অনুসন্ধানী মন ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ণবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যদির অতি জটিল বিষয়কেও অনন্য দক্ষতার কাহিনি মোড়কে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এই যে উপস্থাপনের বিষয়টি তার সঙ্গে আদ্যন্ত জড়িয়ে রেখেছেন

এক অনবদ্য মজা ও বৈঠকী গল্পের চাল। গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের নষ্টালজিক পরিবেশের স্বাদ এই কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রবাসী চাকুরীজীবী নানান বয়সী মেস বোর্ডারদের যৌথ জীবনের ছবিটি প্রেমেন্দ্র অসাধারণ মুন্সিয়ানায় বয়ন করেছেন। সেখানকার ছবিটি কয়েকটি গল্পের ভিয়েন থেকে ছেনে নিলে পাই-

"ঘনাদা একেবারে ব্যাক্রঝম্প দিয়ে থালার উপর দুর্বাহু মেলে ধরে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন রামভুজ নেহাত আমাদের মেসের অনেক পুরোনো ঠাকুর, তাই, নইলে আর কেউ হলে বোধ হয় গামলা-টামলা উল্টে পড়ে খাবার ঘরে একটা কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে ফেলত। রামভুজ ঘনাদাকে চেনে। তাই শুধু এক পা পিছিয়ে গিয়ে। বাঁহাতের বাঁটি বসানো থালাটা চিনে ভেলকি বাজের মতো অদ্ভূত কায়দায় সামলে নিয়ে বললে, 'কি হইলো বাবু, মাছের ঝোল খাইবেন না'। মাছ (১৯৬৩)।

আবার 'হাঁস' গল্পে মফস্বলী বাবুদের মেসরীতির পরিচয় মেলে- 'খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়েছিল। মফস্বলে যাদের বাড়ি তাদের কল্যাণে শুক্রবার রাতের খাওয়াটা আজকাল এই রকমিই হয়। শুক্রবারের পর শনিবার হাফ হলিডেতে তাঁরা সকাল সকাল বাড়ী যান আর ফিরেন সেই সোমবার সকালে। রবিবারের ম্যাটটার অভাব শুক্রবারের রাত্রের ভোজ দিয়েই তাঁরা তাই উত্তল করে নেন। 'হাঁস' (৯ই আশ্বিন, ১৮৮১ শকাব্দ)

দীর্ঘদিন চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকায় এই কাহিনিগুলির প্রতিবেশ নির্মাণ, খুঁটিনাটি বিষয়ের ডিটেলিং-এ প্রেমেন্দ্র যে খুবি সজাগ ছিলেন তাও আমরা কাহিনি সূত্রে উপলব্ধি করতে পারি।

"এক হাতে পিস্তল আর এক হাতে টর্চটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠের বাড়িটার পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমীর লালচে চাঁদ তখন পাহাড়ের মাথায় আরও খানিকটা উঠে এসেছে। চারদিকে কেমন একটা ছমছমে ভুতুরে আপছা অন্ধকার। আমি সেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটায় সেই চাঁদের আলোর ছায়াতেই অন্ধকার আরোও গাঢ়।" 'ছুচ'(৭ই ফেব্রুয়েরী, ১৯৬৩)।

আবারও, "ধরতে হলে বাচ্চা গেরিলাই ধরবার চেষ্টা করতে হয়। বাচ্চা গেরিলাকে একা-একা পাওয়া কিন্তু শক্ত। ছোট ছোট পরিবারে ভাগ হয়ে গেরিলারা দলবদ্ধ হয়েই দিনের বেলা গাছের ফল মূল খেয়ে বেড়ায়। রাত্রে ধাড়ি গড়িলা কোন গাছের তলায় পাহাড়ায় থাকে, আর বাচ্চা আর মেয়ে গরিলারা গাছের উপর ডাল পালা দিয়ে মাচার মত বাসায় ঘুমোয়। কোন রকমে কোন বাচ্চা কোথায় একবার ছোটকে না পড়লে তাকে ধরাটাই কঠিন।" 'মাছ' (৭ই আশ্বিন, ১৩৬৩)।

এই দুটি উদ্ধৃতির সামান্য পরিসর থেকেই আমরা বঝুতে পারি লেখক কিভাবে বর্ণনার সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মোচড়ে কাহিনিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

শুধু বর্ণনাই নয় 'সংলাপ' সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র 'ঘনাদা'-কাহিনি কে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। শিশির, শিবু, গৌর ও গল্পকথক নিজে এই কাহিনির পার্শ্ব চরিত্র হয়েই কেবল থাকেনি, কাহিনি কে আকর্ষণীয় স্বাদু করে তোলাতে তাদের অবদান যথেষ্ট।

"কি হয়েছে, ঘনাদা!" "কি হয়েছে!" ঘনাদা যেন আসামীর দিকে সরকারী কোঁসুলির মতো তাকিয়ে ফেটে পড়লেন, "এখানে দু-দণ্ড এসে বসতাম। তাও বন্ধ করতে চাও।" "বলেন কি, ঘনাদা!" আমরা সত্যিই আকাশ থেকে পড়ি। "আপনি বসবার জন্যই তো এত আয়োজন।" বললে শিবু। "বনোয়ারী এখুনি এল বলে।" গৌরের ইঙ্গিত। "হাত না পুড়লে ফেরত"- আমি সেই ইঙ্গিত একটু মোটা করে দিলাম। "একেবারে বাদশাহী শিঙারা।" শিশির সোজাবাংলায় ব্যাখ্যা করে দিল, "হাতের মুঠোয় ধরেনা"। 'মাছি' (৭ই ফাল্গুন, ১৮৮৬ শকাব্দ)।

জাতের বিচারে অবশ্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার' কাহিনিগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলির সাথে এক পংক্তিতে ফেলা চলে না। তবে তিনি যে মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাহিনিগুলি রচনা করেছিলেন সেই জ্ঞানরাজ্যের বিচিত্র সংবাদ তা ইতিহাসই হোক ভূগোল কিংবা বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে এ্যডভেঞ্চারের মনলোভা রোমাঞ্চকর বর্ণনার গুণে মুগ্ধ করেছে পাঠক সাধারণকে, আর সেই ঐতিহ্যই বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন সৃষ্টির সম্ভবনা উওসকে দিয়েছে। সত্যজিৎ-এর প্রোফেসর শঙ্কু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু বা শীর্ষেন্দুর নানান কল্পবিজ্ঞানের কাহানি স্বাদে গন্ধে পরিবেশনায় ভিন্নতর হলেও তাদের সাহিত্যিক অনুপ্রেরনা যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের তুমুল জনপ্রিয় 'ঘনাদাই' তা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

তথ্যসূত্র :

১। ঘনাদা সমগ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র (১ম খন্ড) আনন্দ পাবিলেকেশন ২০০০

২। ঘনাদা সমগ্র (২য় খন্ড) আনন্দ পাবিলিকেশন ২০০১ ডিঃ

৩। ঘনাদা সমগ্র (৩য় খন্ড) আনন্দ পাবিলেকেশন ২০০১ ডিঃ

৪। বাংলা সাহিত্য পরিচয় ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: ৪র্থ খন্ড ড. সুকুমার সেন

৬। ‘প্রেমেন্দ্র মিত্র’ জীবনী গ্রন্থ মাল-১৮ : ড. সুমিতা চক্রবর্ত্তী

৭। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস: ড. ক্ষেত্র গুপ্ত